**10-02-2021** প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি ''বাপদাদা'' মধুবন

''মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই ইউনিভার্সিটিতে এসেছো পুরানো দুনিয়া থেকে মরে নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য, এখন তোমাদের প্রীতি ভালোবাসা এক বাবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে''

*প্রশ্নঃ - কোন্ বিধি দ্বারা বাবার স্মরণ তোমাদের বিৎতবান বানিয়ে দেয় ?

*উৎতরঃ - বাবা হলেন বিন্দু। তোমরা বিন্দু রূপে বিন্দুকে স্মরণ করো তাহলে বিৎতবান হয়ে যাবে। যেমন একের সাথে বিন্দু লাগালে ১০ আরেকটি লাগালে ১০০, আরেকটিতে ১০০০ হয়ে যায়। সেইভাবেই বাবার স্মরণে বিন্দু যুক্ত হতে থাকে। তোমরা বিৎতবান হয়ে যাও। স্মরণের দ্বারা প্রকৃত সৎয উর্পাজন হয়।

*গীতঃ- আসরে জ্বলে উঠলো প্রদীপ শিখা .....

ওম্ শান্তি । এই গীতের র্অথ খুবই বিচিৎর - প্রীতি ভালোবাসা কার জন্য? কার উদ্দেশ্যে এই ভালোবাসা? ভগবানের কারণ এই দুনিয়া থেকে মরে তাঁর কাছেই যেতে হবে। এইভাবে কি কখনও কারো সঙ্গে ভালোবাসা হয় ? মনে এই চিন্তন আসবে যে মরে যাবো ? তাহলে কি ভালবাসা থাকবে? গীতের র্অথ কত ওয়ান্ডারফুল। দীপশিখার সঙ্গে বহ্নিপতঙ্গের এমনই ভালোবাসা যে শিখার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে পুড়ে মরে। তোমাদেরকেও বাবার ভালোবাসায় এই দেহ ৎযাগ করতে হবে র্অথাৎ বাবাকে স্মরণ করতে-করতে দেহ ৎযাগ করতে হবে। এই গানটি কেবল একের উদ্দেশ্যে। অসীমের পিতা যখন আসেন, তাঁর সঙ্গে যারা প্রীতি ভালোবাসা রাখে, তাদেরকে এই দুনিয়া থেকে মরতে হয়। ভগবানের সঙ্গে প্রীতি রাখলে মৃৎযুর পরে কোথায় যাবে। নিশ্চয়ই ভগবানের কাছেই যাবে। মনুষ্য দান - পুণ্য র্তীথ-যাৎরা ইৎযাদি করে ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য। শরীর ৎযাগ করার সময়ও মানুষ বলে ভগবানকে স্মরণ করো। ভগবান হলেন নামী-প্রামী র্অথাৎ সুবিৎখ্যাত। তিনি এসে সর্ম্পূণ দুনিয়া টি শেষ করে দেন। তোমরা জানো আমরা এই ইউনিভার্সিটিতে আসি পুরানো দুনিয়া থেকে মরে নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য। পুরানো দুনিয়াকে পতিত দুনিয়া, নরক বা হেল বলা হয়। বাবা নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার পথ বলে দেন। শুধুমাৎর আমাকে স্মরণ করো , আমি হলাম হেভেনলী গড ফাদার। দেহের পিতার কাছে তোমাদের ধন প্রাপ্ত হয়, সম্পৎতি, বাড়ি ইৎযাদি প্রাপ্ত করবে। কন্যা সন্তানদের তো কিছুই প্রাপ্ত হওয়ার কথা নয়। তাদেরকে তো অন্যের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। র্অথাৎ সে উৎতরাধিকারী নয়। এই ভগবান হলেন র্সব আৎমাদের পিতা, তাঁর কাছে সবাইকে আসতে হবে। কোনো সময়ে বাবা নিশ্চয়ই আসেন সবাইকে ঘরে (পরমধাম) ফিরিয়ে নিয়ে যান কারণ নতুন দুনিয়ায় খুব মানুষের সংৎযা খুব অল্প থাকে। পুরানো দুনিয়ায় থাকে অনেক। নতুন দুনিয়ায় মানুষ থাকে কম আর সুখ থাকে বেশী। পুরানো দুনিয়ায় অনেক মানুষ তাই দুঃখও বেশী, তাই আহৎবান করে। বাপু গান্ধী বলতেন হে পতিত-পাবন এসো। শুধুমাৎর তাঁকে জানতেন না। বুদ্ধিতে আছে পতিত-পাবন হলেন পরমপিতা পরমাৎমা, তিনি হলেন বিশ্বের উদ্ধারর্কতা। রাম-সীতাকে তো সর্ম্পূণ দুনিয়া ভকিত করবে না। সর্ম্পূণ দুনিয়া পরম পিতা পরমাৎমাকে লিবেরটর, গাইড বলে স্বীকার করে। লিবারেট করেন র্অথাৎ উদ্ধার করেন দুঃখ থেকে। আচ্ছা, দুঃখ কে দেয়? বাবা তো দুঃখ দিতে পারেন না কারণ তিনি তো হলেন পতিত-পাবন। পবিৎর দুনিয়ায় সুখধামে নিয়ে যান। তোমরা হলে আৎমিক পিতার আৎমারূপী সন্তান। যেমন পিতা, তেমন সন্তান। লৌকিক পিতার লৌকিক র্অথাৎ শারীরিক সন্তান হয়। এখন বাচ্চারা তোমাদের এই কথাটি বুঝতে হবে আমরা হলাম আৎমা, পরমপিতা পরমাৎমা এসেছেন আমাদের অবিনাশী উৎতরাধিকার প্রদান করতে। আমরা তাঁর সন্তান হলে স্বর্গের উৎতরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত করবো। তিনি স্বর্গ স্থাপন করেন। আমরা হলাম স্টুডেন্ট, এই কথাটি ভোলা উচিত নয়। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে শিববাবা মধুবনে মুরলী বাজান। ওই কাঠের মুরলী তো এখানে নেই। কৃষ্ণের নৃৎয করা, মুরলী বাজানো, সবই হল ভকিতমার্গের । বাকি জ্ঞানের মুরলী তো কেবলমাৎর শিববাবা বাজান। তোমাদের কাছে ভালো ভালো গান রচনা করতে সকষম এমন জন আসবে। গান বিশেষতঃ পুরুষরাই রচনা করে। তোমাদের তো জ্ঞানযুকত গান করা উচিত যাতে শিববাবা স্মরণে থাকে।

বাবা বলেন আমাকে অল্ফকে স্মরণ করো। শিবকে বলা হয় বিন্দু। বযবসায়ীরা বিন্দু লিখবে তখন বলবে শিব। একের পাশে বিন্দু বসালে হয়ে যাবে ১০ আরেকটি বিন্দু বসালে হয়ে যায় ১০০ । আরও বিন্দু লিখলে ১০০০ হয়ে যাবে। সুতরাং তোমাদেরও শিবকে স্মরণ করা উচিত। যত শিবকে স্মরণ করবে বিন্দু-বিন্দু লাগতে থাকবে। তোমরা র্অধকল্পের জন্য বিৎতবান হয়ে যাও। সেখানে গরিব হয়ই না। সবাই সুখী থাকে। দুঃখের নাম নেই। বাবার স্মরণে বির্কম বিনাশ হতে থাকবে। তোমরা অনেক বিৎতবান হয়ে যাবে। একেই বলা হয় সৎয পিতার দ্বারা প্রকৃত সৎয উর্পাজন। এই জমা ধন সঙ্গে যাবে। মানুষ তো সব খালি হাতে চলে যায়। তোমাকে হাত ভরে ফিরতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন পবিৎরতা থাকলে শান্তি, সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। তোমরা আৎমা প্রথমে পবিৎর ছিলে পরে অপবিৎর হয়েছো। সন্যাসীদের সেমি পবিৎর বলা হবে। তোমাদের হল সর্ম্পূণ সন্যাস। তোমরা জানো তারা কতখানি সুখ প্রাপ্ত করে। একটু সুখ তারপরে তো দুঃখই থাকে। পূর্বে তারা র্সববযাপী বলতো না। র্সববযাপী বললেই পতন ঘটে। দুনিয়ায় অনেক রকমের মেলার আয়োজন হয় কারণ উর্পাজন হয়, তাইনা। এও তাদের একরকমের বযবসা। বলা হয় নর থেকে নারায়ণ হওয়ার বযবসা ছাড়া আর সব বযবসাই ধূলায় পরিণত হয় । অথচ এই বযবসাই

বিশেষ বিশেষ কেউই করে। বাবার আপন হয়ে র্সবস্ব দেহ সহ বাবাকে সর্মপণ করতে হবে, কারণ তোমরা চাও যাতে নতুন শরীর প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন তোমরা কৃষ্ণ পুরীতে যেতে পারো কিন্তু আৎমা যখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবে। কৃষ্ণ পুরীতে এমন বলা হবে না - আমাদের পবিৎর করো। এখানে সব মানুষ আহবান করে হে লিবারেটর এসো। এই পাপ আৎমাদের দুনিয়া থেকে আমাদের উদ্ধার করো।

এখন তোমরা জানো, বাবা এসেছেন আমাদেরকে নিজের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সেখানে যাওয়া তো ভালো কথা তাইনা। মানুষ শান্তি চায়। এখন শান্তি কাকে বলে ? র্কম হীন হয়ে তো কেউ থাকতে পারে না। শান্তি তো আছেই শান্তিধামে। তবুও শরীর ধারণ করে র্কম তো করতেই হবে। সৎযযুগে র্কম করা সৎেবও শান্তি থাকে। অশান্তিতে মানুষের দুঃখ হয় তাই বলে শান্তি পাই কীভাবে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে শান্তিধাম তো হল আমাদের ঘর। সৎয যুগে শান্তিও থাকে, সুখও থাকে। সবকিছু থাকে। এবারে সবটা চাই নাকি শুধুমাৎর শান্তি চাই। এখানে তো আছে দুঃখ তাই পতিত-পাবন বাবাকে এখানেই আহবান করে। ভকিত করে ভগবানের সঙ্গে সাকষাৎকার করার জন্য। ভকিতও প্রথমে অবযভিচারী পরে বযভিচারী হয়। বযভিচারী ভকিততে দেখো কি কি করে। সিঁড়ির চিৎের খুব সুন্দর করে দেখানো হয়েছে কিন্তু সবচেয়ে প্রথমে প্রমাণ করা উচিত - ভগবান কে ? শ্রীকৃষ্ণকে এমন স্বরূপ কে প্রদান করেছে ? পূর্ব জন্মে কে ছিল ? বোঝানোর জন্য যুকিত চাই। যারা ভালো রীতি সার্ভিস করে তাদের মনও সাকষী দেয়। ইউনিভার্সিটিতে যারা ভালো ভাবে পড়াশোনা করে তারা বুদ্ধিতে তীকষ্ণ হয়ে যায়। নম্বর অনুযায়ী তো অবশ্যই হয়। কেউ বুদ্ধিহীনও হয়। শিববাবাকে আৎমা বলে - আমার বুদ্ধির তালা খুলে দাও। বাবা বলেন বুদ্ধির তালা খোলার জন্যই তো এসেছি। কিন্তু তোমাদের র্কম এমন যে বুদ্ধির তালা খোলেই না। তখন বাবা কি করতে পারেন ? অনেক পাপ করেছো। এখন বাবা তাদের কি করবেন ? টিচারকে যদি স্টুডেন্ট বলে যে আমরা কম পড়া করি তো টিচার কি করবে ? টিচার কোনোরকম কৃপা তো করবে না! স্টুডেন্টের জন্য একসটরা টাইম রাখবে। তার জন্য তো নিষেধ করা হয় নি। প্রর্দশনী খোলা আছে বসে প্যাকটিস করো। ভকিত মার্গে তো কেউ বলবে মালা জপ করো, কেউ বলবে মন্ত্র জপ করো। এখানে তো বাবা নিজের পরিচয় দেন। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যার দ্বারা অবিনাশী উৎতরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অতএব ভালো রীতি বাবার কাছে উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত। এতেও বাবা বলেন কখনও বিকারগ্রস্ত হবে না। একটু বিকারের অনুভূতি হলে বৃদ্ধি হয়ে যাবে। সিগারেট ইৎযাদি একবার টেস্ট করলে সঙ্গদোষের রঙ খুব সহজেই লেগে যায়। তারপর নেশা মুকত করা কঠিন হয়ে যায়। কত রকমের অজুহাত দেয়। কোনো খারাপ স্বভাব থাকা উচিত নয়। কু স্বভাব ৎযাগ করতে হবে। বাবা বলেন জীবিত থেকে দেহের অনুভব ৎযাগ করে আমাকে স্মরণ করো। দেবতাদের ভোগ র্অপণ করা হয় র্সবদা পবিৎর, তাই তোমরাও পবিৎর ভোজন গ্রহণ করো। আজকাল তো খাঁটি ঘী পাওয়া যায় না, তাই তেল বযবহার করা হয়। সেখানে তেল ইৎযাদি থাকে না। এখানে তো দুধের দোকানে শুদ্ধ ঘী রাখা থাকে, অশুদ্ধও রাখা থাকে। দুটির উপরে লেখা থাকে - পিওর ঘী, দামে তফাৎ থাকে। এখন বাচ্চারা তোমাদের তো ফুলের মতন খুশীতে থাকা উচিত। স্বর্গে ন্যাচারাল বিউটি থাকে। সেখানে প্রকৃতিও হয় সতোপ্রধান। লকষ্মী-নারায়ণের মতন ন্যাচারাল বিউটি এখানে কেউ বানাতে পারে না। এই চোখ দিয়ে তাদের কেউ দেখতে পারে না। হ্যাঁ, যদিও সাকষাৎকার হয় কিন্তু সাকষাৎকার হলেও হুবহু চিৎর তো কেউ বানাতে পারেনা। তা যদি কোনো আর্টিস্ট সাকষাৎকারের সময় বসে বানায় .... কিন্তু খুব কঠিন। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের খুব নেশা থাকা উচিত। এখন বাবা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। বাবার কাছে আমরা স্বর্গের উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করবো। এখন আমাদের ৮৪ জন্ম র্পূণ হয়েছে। এমন এমন চিন্তন বুদ্ধিতে থাকলে খুশীতে থাকবে। বিকারের চিন্তন একটুও আসা উচিত নয়। বাবা বলেন কাম হল মহা শৎরু। তাইজন্য দ্রৌপদীও ডেকেছিল । তার কোনো ৫-জন স্বামী ছিল না। সে তো ডেকেছিল যে দুঃশাসনের অৎযাচার থেকে আমায় রকষা করো। তাহলে ৫ জন স্বামী কীভাবে ছিল। এমন কথা হতে পারেনা। কষণে কষণে তোমরা বাচ্চারা নতুন পয়েন্টস প্রাপ্ত করো তাই চেঞ্জ করতে হবে, অল্প কিছু চেঞ্জ করে লেখা উচিত।

তোমরা লেখো কিছু সময়ের মধেয আমরা এই ভারতকে পরিস্তান বানিয়ে দেব। তোমরা চ্যালেঞ্জ করো। বাবা বলেন বাচ্চাদেরকে, সান শোজ ফাদার, ফাদার শোজ সান। ফাদার কে ? শিব ও শালগ্রাম, এঁদের গায়ন আছে। শিববাবা যা বোঝান সেসব ফলো করো। ফলো ফাদারও গায়ন আছে। লৌকিক ফাদারকে ফলো করলে তো তোমরা পতিত হয়ে যাও। বাবা তো ফলো করান পবিৎর করার জন্য। তফাৎ তো আছে তাইনা। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, ফলো করে পবিৎর হও। ফলো করলেই স্বর্গের মালিক হবে। লৌকিক পিতাকে ফলো করে ৬৩ জন্ম তোমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছো। এখন বাবাকে ফলো করে উপরে উঠতে হবে। বাবার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন এই এক একটি জ্ঞান রৎন হল লকষ টাকার। তোমরা বাবাকে জেনে অবিনাশী উৎতরাধিকার প্রাপ্ত কর। তারা তো বলে বরহেম বিলীন হয়ে যাবে। বিলীন তো হবে না, পুনরায় আসতে হবে। বাবা রোজ বোঝান - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, র্সবপ্রথমে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। পারলৌকিক পিতা উৎতরাধিকার দেন পবিৎর হওয়ার, তাই অসীম জগতের পিতাকে বলা হয় পবিৎর বানাও। তিনি হলেন পতিত-পাবন। লৌকিক পিতাকে পতিত-পাবন বলা হবে না। লৌকিক পিতা নিজেই আহবান করে থাকে হে পতিত-পাবন এসো। সুতরাং দুই পিতার পরিচয় সবাইকে দিতে হবে। লৌকিক পিতা বলবেন বিবাহ করে পতিত হও, পারলৌকিক পিতা বলেন পবিৎর হও। আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিৎর হয়ে যাবে। এক পিতা সবাইকে পবিৎর করেন। এই পয়েন্ট গুলি বোঝানোর জন্য খুব ভালো। ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের পয়েন্ট বিচার সাগর মন্থন করে বোঝাও। এই হল তোমাদেরই পেশা। তোমরাই পতিতদের পবিৎর বানাবে। পারলৌকিক পিতা এখন বলছেন পবিৎর হও যখন বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এখন কি করা উচিত ? নিশ্চয়ই পারলৌকিক পিতার মতানুযায়ী চলা উচিত, তাইনা। এই প্রতিজ্ঞাও লেখা

উচিত প্রদর্শনীতে। পারলৌকিক পিতাকে ফলো করবো। পতিত বৃৎিত ৎযাগ করবো। লেখো বাবার কাছে গ্যারান্টি নিলাম। সব কথার মূল হল পবিৎরতা। বাচ্চারা, তোমাদের দিন-রাত খুশী অনুভব হওয়া উচিত - বাবা আমাদের স্বর্গের উৎতরাধিকার দিচ্ছেন। অল্ফ এবং বে, বাদশাহী। এখন তোমরা বুঝেছো শিব জয়ন্তীর র্অথ হল ভারতের স্বর্গের জয়ন্তী। গীতা হল র্সব শাস্ৎর শিরোমণি। গীতা মাতা। উৎতরাধিকার তো বাবার কাছেই প্রাপ্ত হবে। গীতার রচয়িতা হলেন শিববাবা। পারলৌকিক পিতার কাছে পবিৎর হওয়ার উৎতরাধিকার প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আৎমাদের পিতা ওঁনার আৎমারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

*ধারণার জন্যে মুৎয সারঃ-*

১ ) আমরা হলাম গডলি স্টুডেন্ট, এই কথাটি র্সবদা স্মরণে রাখতে হবে। কোনো রকম কু স্বভাব যেন না থাকে। সেসব দূর করতে হবে। বিকারের চিন্তন একটুও যেন না আসে।

২ ) জীবিত অবস্থায় দেহের অনুভূতি ভুলে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন পয়েন্টস বিচার সাগর মন্থন করে পতিতদের পবিৎর করার র্কতব্য করতে হবে।

*বরদানঃ-* জন্মগত অধিকারের (র্বাথ রাইট) নেশার দ্বারা লকষ্য এবং লকষণ গুলি সমান করে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব

যেমন লৌকিক জন্মে স্থূল সম্পৎতি হল র্বাথ রাইট র্অথাৎ জন্মগত অধিকার, ঠিক সেইরকম বরাহমণ জন্মে দিব্য গুণ রূপী সম্পৎতি, ঈশ্বরীয় সুখ এবং শকিত হল র্বাথ রাইট। র্বাথ রাইটের নেশা ন্যাচারাল রূপে থাকলে পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই। এই নেশায় থাকলে লকষ্য এবং লকষণ সমান হয়ে যাবে। নিজেকে নিজের প্রকৃত স্বরূপ, চরিৎর, শ্রেষ্ঠ পিতা ও পরিবারের সদস্য রূপে জানো এবং স্বীকার করো আর এইভাবেই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হও।

*স্লোগানঃ-* প্রতিটি র্কম স্ব স্থিতিতে স্থিত হয়ে করো, তাহলে সহজেই সফলতার নকষৎর হয়ে যাবে।